পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বেকার সমস্যা

- ১০,২,২৪,৮০৩ জন পূর্ণ বেকার ও আধাবেকার
- বেকার সমস্যা পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি
- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব

[পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্তমান সালের বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভেই রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক হয়। এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধী সদস্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী পরিস্কার ভাবে বিশ্লেষণ করে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জটিল সমস্য বিশেষ করে বেকার সমস্যার উপর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে এই সমস্ত মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই বক্তৃতার আকর্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল। নীচে সেই বক্তৃতার সারমর্ম উল্লেখ করা হ'ল - সঃ গঃ]

রাজ্যপালের ভাষণে আমরা অনেক আশার কথা শুনলাম। তিনি আশাবাদী নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই আশাবাদ যদি বেশী দূর যায়—সমাজের যা বাস্তব অবস্থা তার চিত্র যদি সেখানে ঠিক ভাবে ফুটে না ওঠে তাহলে বলতে হবে যে, আমাদের যা সমস্যা তা সমাধান করা দূরে থাকুক তার সম্মুখীন হওয়ার ঠিক পথই করা হলো না। আমরা জানি এমন কোন পরিকল্পনা কেহই গ্রহণ করতে পারে না যা রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, কংগ্রেসের সব পরিকল্পনা যদি সঠিক হ'তো তাহলে যে সমস্ত সমস্যা দ্রুত গতিতে খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই খারাপের দিকে যাওয়ার গতিটা অন্ততঃ বন্ধ হতো। কিন্তু পশ্চিমবাংলার দিকে তাকালে দেখবো যে এক চূড়ান্ত বেকার সমস্যা সারা দেশকে গ্রাস করে বসেছে। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার চার বছর অতীত হয়ে গেল কিন্তু তবুও বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই বাস্তব ঘটনা থেকে তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে, এই পরিকল্পনার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। মার্কসবাদী অর্থনীতির বাদ দিয়ে ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির কথাই ধরা যাক। "সোস্যালিষ্ট প্যাটার্ণ অফ সোস্যাইটি" যাকে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed economy) বলে কিন্স ও মিসেস রবিনসন বলেছেন দেখা যাক তাদের হিসাব মত বেকারের সংখ্যা কত। পশ্চিম বাংলায় মোট ২ কোটী ৪৮ লক্ষ লোক সংখ্যার মধ্যে ১ কোটী ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৮০৩ জন কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছুক বেকার ও আধাবেকার। কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা নিরুপন করতে ১৭ থেকে আরম্ভ করে ৫৪ বছরের মধ্যে যে সমস্ত লোক যারা কাজ করতে সক্ষম ও কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদের সংখ্যাই ধরা হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটী ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৮০৩ জন। কলকাতার হিসাবে সম্প্রতি বেরিয়েছে একেবারে সম্পূর্ণ বেকার যাকে অর্থনীতির ভাষায় involuntary unemployed বলে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ১০০ জন। আর মোট বেকার এবং অর্দ্ধ বেকারের সংখ্যা কলকাতায় হচ্ছে ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০০ জন। যদি ১৬ থেকে ৫৫ বছরের কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা ধরা হয়, তাহলে দেখবো কলকাতায় যা কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক লোক সংখ্যা তাদের অর্দ্ধেকই হচ্ছে বেকার ও অর্দ্ধ বেকার। চার বছর আগেকার চেয়ে এখন এই সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি বাদ দিয়েও। তাই কেবল মাত্র লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই তাহলে বেকার ও আধা বেকারের এই সংখ্যা বৃদ্ধি নয়। সরকার যদি এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারতেন যাতে এই বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বন্ধ হত অর্থাৎ এই সংখ্যা স্থির থাকত তাহলে না হয় বুঝতাম পরিকল্পনায় কাজ হচ্ছে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। এই বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে জীবন ধারণের মান নেমে যাচ্ছে এবং জীবন ধারণের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা হতে এটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণ হয় যে, সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা গণ-পরিকল্পনা নয় তার দ্বারা জনসাধারণের অবস্থা ভাল হওয়ার বদলে কেবলই খারাপের দিকে যাচ্ছে। পণ্ডিত নেহরু থেকে শুরু করে হোমরা চোমরা চুনোপুটি পর্য্যন্ত সবাই বলছেন আরাম হারাম হ্যায়।" বাংলা দেশে এই যে ১ কোটী ২লক্ষ ২৪ হাজার ৮০৩ জন লোক বেকার এরা কি সব আরাম চেয়েছেন—জিজ্ঞাসা করি? "উৎপাদন কর নতুবা ধ্বংস হও" কথাটি আমাদের বেলায় "উৎপাদন কর এবং ধ্বংস হও" হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাট কল সওদাগরী অফিস, ব্যাঙ্কের দিকে তাকান সেখানে শ্রমিক আরও কাজ করতে চায়। র‍্যাশানালাইজেশনের নামে তাদের কাজ হতে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু কি তাই? পুঁজিবাদী সংকট দেশের অর্থনীতিকে চেপে ধরেছে। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, ট্যাক্সের বোঝা বৃদ্ধি, জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য দেশের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে ভীষণভাবে। এতে উৎপাদিত মালের আভ্যন্তরীণ

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল, এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ৫ই মার্চ্চ '৫৫ | চার পয়সা

দাবী পূরণ না হওয়ায় সুকিন্দা খনি শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সুকিন্দার (উড়িষ্যা) খনি শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক ভাইয়েরা বেশ কিছুদিন হইতে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিলেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষ নাই কিন্তু তার বিনিময়ে শ্রমিকদের জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা নাই। অত্যল্প মাহিনা, বসবাসের ব্যবস্থা নাই ও অন্যান্য অভাব-অভিযোগে তাদের জীবন আজ দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই (১) শ্রমিকদের কার্য্যের সময় নির্দিষ্ট করা (২) দৈনিক মজুরীর হার ২৲ টাকা ধার্য্য করা (৩) বাসস্থান প্রভৃতির দাবী সম্বলিত এক ইস্তেহার (চার্টার অব ডিমাণ্ডস) কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কোন প্রকার কর্ণপাত না করায় শেষ পর্য্যন্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারীর এক সাধারণ সভায় ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড চন্দ্রশেখর মাঝি। উড়িষ্যা আয়রণ মাইনস ওয়ার্কস ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড শচীন ব্যানার্জী কোম্পানী এবং সরকারের নিকট সমস্ত দাবী পেশ করেন।

সভায় খনি শ্রমিকদের দাবী কতটা ন্যায্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড শচীন ব্যানার্জী বক্তৃতা দেন। কমরেড গগন পট্টনায়ক বিরু মুণ্ডা ও আরোও অনেকেই ধর্ম্মঘট সমর্থন করিয়া বলেন। কোম্পানীর অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে সর্বসম্মতিক্রমে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ধর্ম্মঘটের পেছনে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরাও পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কলিকাতা উন্নয়নের নামে বস্তী উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

ক'লকাতার বস্তীবাসীদের অবস্থা এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। উপযুক্ত জল, কল, আলো ও পায়খানা প্রভৃতির অভাবে এবং সর্ব্বোপরি ক্ষুদ্র ও অপরিসর স্থানে অধিক সংখ্যক লোকের বসবাসের দরুণ যে অবস্থা আজ প্রতিটি বস্তীতে সৃষ্টি হয়েছে তা' আসলে মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত বলেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তবুও সভ্য ও সুন্দর শহর এই ক'লকাতার লক্ষ লক্ষ লোক এই সমস্ত বস্তীতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে এবং কোন প্রকারে দিন গুজরান করছে মাত্র। পাকা বাড়ীতে থাকবার মত যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তারাই যে এতে বাস করেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। জমিদার বা বাড়ী-ওয়ালারা এই সমস্ত বস্তী থেকে খাজনা বা বাড়ী ভাড়া হিসেবে প্রচুর টাকা কামিয়েও বস্তীগুলোর কোন প্রকার উন্নতি করতে চান না। অন্য দিকে আছে কর্পোরেশন এবং সরকার যারা আজ পর্য্যন্ত বস্তীগুলোর প্রকৃত উন্নয়নের কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাই করেনি। যদিও আইনগত দিক থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করা আছে; কিন্তু তার একটিও শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে পুরাণো 'কলিকাতা উন্নয়ন আইন'কে সংশোধনের আকারে যে বিলটি আনতে যাচ্ছে তাতে বিভিন্ন মহলে প্রচুর ঘোলাটে আবহাওয়া এবং গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এই নূতন বিলটি আনতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, বস্তীগুলো এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে; তাই ক'লকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টকে এই আইনের বলে এমন ক্ষমতা দেওয়া হ'ল যার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ত্তৃপক্ষ যখনই প্রয়োজন বোধ করবে তখন এই সমস্ত বস্তীগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। এ কথা অবশ্য পরিস্কার যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা বলবেন না যে বস্তীগুলোর এই অস্বাস্থ্যকর নোংরা আবহাওয়াকে এখনও টিকিয়ে রাখা হোক। কিন্তু তবুও আর একটি কথা ভাবা দরকার যে বস্তীগুলোকে ভাঙ্গবার সময় সেখানকার লোকগুলো যাবে কোথায় এবং কোথায় গিয়ে মাথা গুজবার ব্যবস্থা করবে? বিলটিতে এই বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ভাবে উল্লেখ আছে তাতে যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতিবাদ করা দরকার। সেখানে আগে বস্তী-গুলোকে ভাঙ্গবার কথা এবং পরে এই সমস্ত আশ্রয়চ্যুত লোককে এই প্রতিষ্ঠান আশ্রয় দিলেও দিতে পারে এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু **আমাদের পরিস্কার বক্তব্য এই যে, আগে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা হোক, তারপর বস্তীগুলো ভাঙ্গা হোক।** এবং এই বিকল্প ব্যবস্থাও এমনভাবে করতে হবে যাতে বস্তীবাসীদের জীবিকা উপার্জ্জনের স্থান থেকে তারা চ্যুত না হয়। শুধু তাই নয়—বস্তী ভাঙ্গার পর সরকারী খরচে পাকা দালান তুলে সেখানে বস্তীবাসীদের অত্যন্ত অল্প ভাড়ায় (যে ভাড়া দিতে বস্তীবাসীরা সক্ষম) ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিলটিতে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পরিস্কারভাবে স্থান না পাওয়ায় বস্তীবাসীদের উচ্ছেদের সমস্যাই মুখোমুখি দেখা দিয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিকল্প উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ বস্তীবাসীদের উচ্ছেদের আশঙ্কা কোনক্রমেই দূর হতে পারে না। অথচ আইনগত দিক থেকে এ ব্যাপারটা অত্যন্ত ধোঁয়াটেই রয়ে গেছে।

তাই বস্তীবাসীদের সামনে আমাদের পরিস্কার বক্তব্য যে, এই সমস্যার মুখোমুখি তাদের সংঘবদ্ধভাবে একক নেতৃত্বের অধীনে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এখনও যদি বস্তী-বাসীরা অসংঘবদ্ধ থাকেন, তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হন তা'হলে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এই অসংঘবদ্ধতার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে নিজেদের খেয়ালখুসী মত তাদের উচ্ছেদ করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ আজ যদি এই লক্ষ লক্ষ লোক সংঘবদ্ধ হ'ন এবং যে কোন ধরণের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহলে যত জঘন্য আইনই পাশ করা হোক না কেন সেই আইন সরকার কিছুতেই চালু করতে সক্ষম হবেনা।

আর প্রকৃতপক্ষে বস্তীবাসীদের সামনে এটাই একমাত্র পথ। বস্তীবাসী-দের পরিস্কার বোঝা দরকার যে শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিবাদ অথবা সহি সংগ্রহ অভিযানের মারফৎ দাবী আদায় করা অসম্ভব। যে সরকার বস্তীবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রই করতে পারে সেই সরকার কি এতই মহানুভব যে কতগুলি সই পাঠালেই তারা বস্তিবাসীদের দাবী স্বীকার করে নেবে? কোন কোন রাজনৈতিক দল বস্তীবাসীদের জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশ দেবার পরিবর্তে সমস্ত আন্দোলনকে আবেদন নিবেদনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছে। সেই সমস্ত দলগুলো মুখে জনতার কথা বলেও যেভাবে আন্দোলন পরিচালনা করছে তাতে বস্তী আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত এক সংস্কারবাদী গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকবে যদি না বস্তিবাসীগণ নিজেদের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে আসেন। ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ক'লকাতার সমস্ত বস্তীবাসীদের প্রতি এই আবেদন জানাচ্ছে যে, প্রতি বস্তীতে বস্তীকমিটি গঠন করে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য তৈরী হোন্। উচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে বস্তীবাসীগণ যে আন্দোলন গড়ে তুলবেন তাকে সাহায্য করতে এবং শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দল প্রস্তুত। তাই বড় বড় দলের চটকদার বুলির পেছনে না গিয়ে এবং তাদের হাতের রাজনৈতিক পুতুল না হয়ে আজ বস্তীবাসীদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তি ও সক্রিয় আন্দোলনের আঘাতে উচ্ছেদকে প্রতি-রোধ করুন এবং সমস্ত দাবী মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করুন।

রেলওয়ে

ক্লাশ ফোর মজদুর সংবাদ

- শ্রমিকরা প্রমোশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ইউনিয়ন নিষ্ক্রিয়
- আন্দোলনের পথে শ্রমিকদের প্রস্তুতি

ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ক্লাশ ফোর মজদুর (Class IV Employees) দের সামনে এক নূতন সমস্যা উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্যা হচ্ছে সোজাসুজি এপ্রেন্টিস নিয়োগ করার সমস্যা। শ্রমিকদের সামনে বহু সমস্যাই বর্তমান—কিন্তু তবুও একটি আশা তারা বরাবর পোষণ করে এসেছে যে কাজের মারফৎ নীচের বিভাগ থেকে উচ্চ বিভাগে প্রমোশন পেতে পারবে। কাজের যোগ্যতা অনুযায়ী তারা প্রমোশন পাবে এই আশা ছিল বলেই অনেক অসুবিধা তারা সহ্য করে এসেছে।

কিন্তু অধুনা কর্ত্তৃপক্ষ এক নূতন নীতি চালু করেছে যে বাইরে থেকে সোজাসুজি তারা এপ্রেন্টিস নিয়োগ করতে পারবে। এই নীতির ফলে এই স্তরের রেল মজুরদের উন্নতির সমস্ত আশা বন্ধ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যা শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে রেলওয়ে শ্রমিকদের অনেক ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও কেহই এই জরুরী সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। এতগুলি ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে তারা এই নূতন নীতির বিরুদ্ধে এমনকি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের আওয়াজও তোলেন নাই।

এই অবস্থায় শ্রমিকগণ ইউনিয়ন নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে নেই। শ্রমিকেরা এই নূতন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই অগ্রসর হচ্ছেন। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী এই জঘন্য নীতিকে বানচাল করার জন্য তারা দ্রুত সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। সমস্ত বিভাগের শ্রমিকদের সম্মিলিত আন্দোলন গঠন করার পথেই এই সমস্যাকে রোধ করা সম্ভব।

৮ লক্ষাধিক বস্তীবাসীর সর্ব্বাগ্রে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা চাই

★ সুন্দরবন অঞ্চলের চাষী সম্মেলন ★

বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল জুড়িয়া দীর্ঘদিন যাবত কৃষক ও ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে কৃষক ও ক্ষেত-মজুর জনসাধারণ এক গৌরবোজ্জল সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর, মথুরাপুর, মগরাহাট, মন্দির বাজার, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, কুলপী প্রভৃতি থানার ব্যাপক অঞ্চলে গত বৎসর কৃষক সাধারণ যে বীরত্বপূর্ণ তেভাগার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ আজও গর্বভরে সেকথা স্মরণ করে। ক্ষেত মজুরদের জীবিকার উপযোগী মজুরীর ন্যায্য দাবীর আন্দোলন আজও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে।

এ বৎসর ভাল ফসল না হওয়ায় বর্গাদার ও গরীব কৃষকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই হাহাকার সুরু হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু উপরোক্ত থানা এলাকায় শত শত বর্গাচাষী মামলাবাজ জমিদার জোতদারদের খপ্পরে পড়িয়া ফসলের আইনগত অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার আন্দোলনের চাপে বাধ্য হইয়া বর্গাদার আইন বলবৎ করিলেও কার্য্যতঃ জমিদার জোতদারদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার নিত্য নূতন ফন্দি ফিকির করিয়া চলিয়াছে।

ইউনিয়নে ইউনিয়নে জমিদার জোতদারদের আবেদনক্রমে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করিয়া—ক্যাম্পের পুলিশ বাহিনীর স্বৈরাচারী আক্রমণের বলি হিসাবে গ্রামের চাষীদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে।

বারংবার আবেদন করিয়াও পুলিশী জুলুম বন্ধ করা বা অহেতুক গ্রামে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন মারফৎ সন্ত্রাসের রাজত্ব বন্ধ করা যায় নাই।

ইহার উপর আছে জরিপ-এর কারচুপী। গরীব চাষী এবং বর্গাদারদের স্বত্ব রেকর্ড না করিবার অভিযোগ প্রায় প্রতিটি অঞ্চল হইতে আসিতেছে। আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইয়া কৃষক জনসাধারণ গণঅভিযানের প্রশস্ত পথ লইয়াছেন।

এ ছাড়াও টেষ্ট রিলিফের কাজ, খয়রাতি সাহায্য, পানীয় জল, বাঁধ বাধা, রাস্তাঘাট তৈরী, শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ জলন্ত দাবী আদায়ের জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে নূতনভাবে সাড়া জাগিয়াছে-কৃষক ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের ইউনিয়ন সম্মেলনের প্রস্তুতির ডাকে।

কৃষকদের উপরোক্ত দাবী দাওয়া ছাড়াও এবারকার ইউনিয়ন সম্মেলনে এক বিশেষ অধ্যায় রচনা করিতে চলিয়াছে ক্ষেতমজুরদের জীবন ধারণ উপযোগী মজুরীর দাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন সম্মেলনের প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে মাঠে মাঠে হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পর সমবেত হইতেছে ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের ইউনিয়ন কার্য্যালয়ে—বুঝিয়া লইতেছে নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব।

ইউনিয়ন সম্মেলন সফল করিয়া সারা জিলার কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য কৃষক ও ক্ষেত-মজুরেরা দায়িত্ব লইয়াছে গ্রামের প্রতিটি কৃষক ও ক্ষেতমজুরকে ফেডারেশনের সভ্য করার. গ্রামের প্রত্যেক যুবক ও যুবতীদের স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্ত করার এবং নিজস্ব সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহের – জমিদার জোতদারদের রক্তচক্ষু, মামলা মোকদ্দমার ফন্দি ফিকির, সরকার ও পুলিশের নিত্য নূতন উৎপীড়ন এবং শত সহস্র অভাব অভিযোগ অগ্রহ্য করিয়া বীর সুন্দরবনের কৃষক সম্প্রদায় আগাইয়া চলিয়াছে [illegible] পথে ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প লইয়া।

বেঙ্গল ল্যাম্প শ্রমিক ধর্মঘট

সরকারী শ্রমনীতির আর একবার প্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া গেল বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানার অন্যায় লক আউট ও ছাটাইএর মধ্য দিয়ে। গত এক বৎসর যাবৎ বেঙ্গল ল্যাম্পের ৬৫০ শ্রমিক বাৎসরিক ইন্‌ক্রিমেণ্ট, বোনাস, টিফিন্ এলাওয়েন্স. নারী শ্রমিকদের এলাওয়েন্স বৃদ্ধি এবং ১৯৪৮ সালের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পের major tribunalএর রায় কার্য্যকরী করার দাবী নিয়ে অন্দোলন করে আসছিলেন। শ্রমদপ্তরের রহস্যজনক নীরবতা এবং মালিকের একগুয়েমীর ফলে আলাপ আলোচনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১০ দিনের নোটীশ দিয়ে বেঙ্গল ল্যাম্পের শ্রমিকেরা আধ ঘণ্টার প্রতীক ধর্ম্মঘট করে। এই প্রতীক ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের একতার যে চেহারা সেদিন প্রকাশিত হোলো তাতে বেশী দিন আর একগুয়েমীর দ্বারা শ্রমিকদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই মিথ্যা চার্জ্জ সীট দিয়ে দুইজন শ্রমিক কর্মীকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেণ্ড করে রাখা হয়। এই সাসপেন্‌শন অর্ডার প্রত্যাহারের সমস্ত আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শ্রমিকরা অবস্থান ধর্ম্মঘট সুরু করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মেনে নেওয়ার পরিবর্ত্তে কারখানা লক আউট ঘোষণা করে ও সমস্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ছাটাই নোটীশ দেওয়া হয়। ছাটাই নোটীশ ও লক আউক প্রত্যাহারের দাবীতে বেঙ্গল ল্যাম্পের শ্রমিকরা আজ যে আন্দোলন সুরু করেছেন তাতে তাদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন এলাকার অন্যান্য কারখানার মজুরেরা এবং পার্শ্ববর্ত্তী কলোনীর উদ্বাস্তু অধীবাসীরা। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের নিকট আমাদের পরিস্কার বক্তব্য এই যে মালিক পক্ষের এই অনমনীয় মনোভাবের সামনে দাবী আদায় করতে হলে তাদের সক্রিয় আন্দোলনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এবং ইউনিয়নের নেতৃত্বকেও সেই ভাবে চাপ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে নেতৃত্বের আপোষকামী মনোভাবের জন্য যেন শ্রমিকের স্বার্থ কোন ক্রমেই বিসর্জিত না হয়। সচেতন এবং সক্রিয় ভাবে আন্দোলন পরিচালনায় সক্ষম হলে জয় অবশ্যই ঘটবে।

বস্তী সভার খবর

(৪ পাতার শেষাংশ)

বস্তীতেই ইতিমধ্যে প্রচার করা ও কমিঠি গঠন করা হয়েছে। এই সমস্ত কমিটির অধীনে বস্তীবাসীগন ক্রমশঃই সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

মনে রাখা দরকার যে সরকারী উচ্ছেদনীতিকে প্রতিহত করতে হলে এক ব্যাপক এবং সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভুলেগেলে চলবেনা যে বস্তীবাসীদের সামনে এখনও বহু কাজ করণীয় আছে। প্রতিটি বস্তীতে জঙ্গী কমিটি গঠন করা, সেই কমিটির নেতৃত্বে বস্তীবাসীদের সংঘবদ্ধ করা, সভা, সমিতি, সম্মেলন এবং শেষ পর্য্যন্ত যে কোন পর্য্যায়ের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। বস্তীবাসীদের কাছে এস, ইউ, সির আবেদন যে, সমস্ত প্রকার নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারবাদী আন্দোলনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যেন তারা এক সর্ব্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে আসেন। যে পথে ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধিকে ক'লকাতার শ্রমজীবি জনতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে সে পথে বস্তীবাসীদেরও অগ্রসর হতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন সোজা পথ নেই।

এস, ইউ, সি-র বাংলা মুখপত্র গণদাবী পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বেকার সমস্যা

(১ম পাতার পর)

বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে বিদেশের বাজারে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিযোগিতায় এই সব মালের বাজারও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে উৎপাদিত মাল বিক্রয়ের বাজার পাচ্ছে না, মাল জমে যাচ্ছে। তাই উৎপাদন কমাবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের পর ছাঁটাই করা হচ্ছে। পাট কলে প্রায় শতকরা ২৫ জন শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্যার সমাধান হতে পারে না—পুঁজিবাদ এসব সমস্যা সমাধান করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ দেশে কেবলমাত্র কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা কুটীর শিল্প গড়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না হতে পারে না। এমন কোন দেশ নাই যেখানে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না করে পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় কেড়ে না নিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা গেছে। সরকার শিল্প করণের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করবেন বলেছেন। শিল্প করণের দ্বারাই যদি বেকার সমস্যার সমাধান করা যেত তাহলে আমেরিকার মত এত শিল্পোন্নত দেশে ১ কোটীর মত বেকার এবং এবং ৬৭ লক্ষ লোকের মত অর্দ্ধ বেকার থাকতো না। আর যদি কেবল শিল্প ও কুটীর শিল্প দ্বারাই বেকার সমস্যার সমাধান করা যেত তাহলে জাপানে আজ কোটী কোটী লোক বেকার থাকতো না। বেকার সমস্যার সমাধান তখনই হতে পারে যখন পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কেননা পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থেই বেকারের বাহিনী সৃষ্টি করে, যাতে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকদের যোগান বেশী হওয়ায় কম মজুরীতে শ্রমিকদের খাটিয়ে নিতে পারা যায় এবং তার মাধ্যমে সর্ব্বোচ্চ লাভ করতে পারে। সম্প্রতি অনএম্পলয়মেন্ট সার্ভের রিপোর্ট দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। কলকাতায় যে সমস্ত লোক পুরো কাজ পেয়ে আছে তার মধ্যে শতকরা ৭৩৪ ভাগের আয় হচ্ছে মাসিক ১৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা শতকরা ১৭২ ভাগের আয় হচ্ছে ১০১৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা মাসে। কলকাতা পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী জায়গা। সেখানকার লোকেরই যখন এই দুরবস্থা তখন পাড়া গাঁয়ের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ন্যাশনাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সমস্ত পরিবারের আয় গড়ে মাসিক ৫৪৲ টাকার মত। চার পাঁচ জন সভ্য সহ পরিবারে এত অল্প আয়ে কোন মতে প্রতিদিন খেয়ে থাকাও সম্ভব নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রগ্রেস রিপোর্টে দেখি যে, আমাদের দেশের লোকের গড় আয় জনপ্রতি ২৬৯৲ টাকা। এই পরিসংখ্যান জনতাকে ভাওতা দেবার জন্য দেওয়া হয়েছে। টাটা বিড়লার কোটী কোটী টাকা এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের মজুর কৃষকের স্বল্প আয়কে একই সাথে ধরে এই গড় বের করা হয়েছে। তাই জাতীয় আয় বেড়ে গেছে বলে যে হিসাব দেখানো হয়েছে তাতে জনতার welfare হয়েছে তা নয়। ১৯৩৯ সালের সাথে পুঁজিপতিদের বর্তমান লাভের সূচক (Profit Index) তুলনা করলে দেখা যায় যে '৩৯ সালের সূচক ১০০ ধরলে বর্ত্তমানে তা ৪৪২ অর্থাৎ ৪·৪২ গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে জনতার মুদ্রা আয় ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫০% অর্থাৎ আড়াই গুন বেড়েছে। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। জিনিষপত্রের দাম ঐ সালের তুলনায় বর্তমানে ৩·২ গুন বেড়েছে। তারপর রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর জনতার ওপর কি রকম বেড়েছে তার হিসাব দেখা যাক। মধ্যবিত্তের উপর ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে করভার ১৭·৫ গুন বৃদ্ধি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স, ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের ধরা কর মধ্যবিত্তের উপর সাড়ে সতের গুন এবং গরীবদের উপর ৮·৬ গুন বেড়েছে। সেখানে আয় বেড়েছে ২·৫ গুন। তাহলে প্রকৃতপক্ষে আয় বাড়ল না কমল তা চিন্তা করা দরকার।

তাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মধ্যবিত্তের জন্য সরকার কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা ছাড়া কিছু করেনি। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে বিড়লা টাটাকে কন্ট্রোল করার নামে তাদের কিছু কিছু নিয়ে 'বোর্ড অব্ ডিরেকটরস্' গঠন করে শিল্প পরিচালনা করলে, যা ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে রয়েছে, জনতার জীবনের সমস্যার সমাধান হবে না। এই সব সমস্যা যদি ক্ষণিকের তরেও ঠেকাতে চান তাহলে সামগ্রিকভাবে শিল্পপতিদের কাছ থেকে সমস্ত শিল্প পরিচালনার ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। জমিদার জোতদারদের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন চাষীদের ও মজুরদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাষ্ট্র থেকে সাহায্য করে rural banking-এর জাল বিস্তার করে এবং তার মাধ্যমে নামমাত্র বা বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে জীবন ধারণের মান উন্নত করবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করে দিতে হবে। "কো—অপারেটিভ" এবং কালেকটিভ ফার্মিং এর মধ্য দিয়ে বি... সম্মতভাবে চাষবাস করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সাথে সাথে যতদিন না সহরে এবং গ্রামের লোককে কাজ দেওয়া হচ্ছে ততদিন বেকার ভাতা দিতে হবে। যদি এ ব্যবস্থা না করেন তবে জনতা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কাগজের টুকরোর মত ফেলে দেবে। আজ যদি ভারতবর্ষের জনতা চৈনিক জনসাধারণের মত সুসংগঠিত থাকতো তাহলে চিয়াং কাইশেককে যেমন করে চীনা জনসাধারণ প্রশান্ত মহাসাগরে দূর করে দিয়েছে তেমনি করে এই সরকারকেও দূর করে দিত—সেদিন ঘনিয়ে আসছে। তার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

বস্তী সভার খবর

ক'লকাতা উন্নয়ন (সংশোধন) বিল নামে যে বিলটি এবারকার বিধান সভার অধিবেশনে উত্থাপিত হতে যাচ্ছে তা বস্তীবাসীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই বিল কংগ্রেসী সরকার যদি বিরোধী সদস্যদের সমস্ত সমালোচনাকে উপেক্ষা করে ভোটের জোরেই পাশ করতে সক্ষম হয় তাহলে এর দ্বারা বস্তীবাসীদের স্বার্থ বিভিন্ন দিক হতে ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এই আইনের ফলে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ক'লকাতাকে "সুন্দর" করার অজুহাতে যে কোন সময় বস্তীগুলোকে উচ্ছেদ করতে পারবে।

এমতাবস্থায় ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের ক'লকাতা জেলা কমিটির তরফ থেকে সমস্ত বস্তীবাসীদের কাছে এই উচ্ছেদকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং "প্রথমে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা পরে বস্তীর উপর হস্তক্ষেপ" এই দাবীকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ক'লকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত বিভিন্ন বস্তীতে এস ইউ,সির আহ্বানে বস্তীবাসীদের সাধারণ সভা, ঘরোয়া সভা, স্কোয়াড মিটিং এবং বিভিন্ন বৈঠক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সমস্ত সভার মাধ্যমে বস্তী কমিটি গড়ে উঠছে। যে সমস্ত বস্তীতে পূর্ব্বেই শক্তিশালী কমিটি ছিল সেখানে নূতন করে আন্দোলন পরিচালনার কার্য্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকেই এই প্রচার শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ক'লকাতার মনোহর পুকুর রোড, কাঁকুলিয়া রোড, বেলতলা রোড, হাজরা রোড, হাজরা লেন, রাণীশঙ্করী লেন, পাণ্ডিতিয়া রোড, পঞ্চাননতলা এলাকার বিভিন্ন বস্তীতে ; উত্তর ক'লকাতার হরিশ নিয়োগী রোড, হাতিবাগান, শেঠ বাগান লেন প্রভৃতি অঞ্চলে এবং তাছাড়া উল্টাডাঙ্গা, মানিকতলা, বেলেঘাটা এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের বহু সংখ্যক

(৩ পাতায় দেখুন)

এস, ইউ, সির মুখপত্র পড়ুন

১। গণদাবী (বাংলা) এক আনা

২। নয়াযুগ (হিন্দী) ,, ,,

৩। সর্ব্বহারা (উড়িয়া) ,, ,,

৪। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি (ইং) দুই আনা

প্রাপ্তিস্থান

৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ২৩ নং ডিকসন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।